দেশ বিদেশ

9 February, 2023 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

শুধু আমেরিকা নয়, আরও একাধিক দেশের উপরেও নজরদারি চালাচ্ছিল চিনের গুপ্তচর বেলুন। যার মধ্যে রয়েছে ভারত, জাপান-সহ ইউরোপের একাধিক দেশ। আমেরিকার গোয়েন্দা বাহিনীর রিপোর্টে এই কথা জানানো হয়েছে

মৃতের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার

কম্পন থেকে বাঁচলেও শীত, খিদের জ্বালায় মরছে মানুষ

প্রতিবেদন : তুরস্ক ও সিরিয়ায় ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুই দেশে ভূকম্পনে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা বাড়বে। প্রায় সব হাসপাতালেই ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই রব। মাটিতে শুইয়ে রেখে চলছে চিকিৎসা।

জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। কিন্তু উদ্ধারকাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবল প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ। তুরস্কের বেশ কিছু জায়গায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে এসেছে। বেশিরভাগ জায়গায় তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ২-৩ ডিগ্রির মধ্যে। একই সঙ্গে চলছে বৃষ্টি ও তুষারপাত। ঘরবাড়ি হারানো সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অসহায় অবস্থায় কেঁপে চলেছে। প্রবল বৃষ্টি, ঠান্ডা ও তুষারপাতের মধ্যে উদ্ধারকাজ চালানোও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধারকারীরা এই মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপ সরানোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ওই সমস্ত ধ্বংসস্তূপের নিচে কোনও জীবিত মানুষ থাকলে তাঁদের উদ্ধার করতে জোরকদমে ধ্বংসস্তূপ

● এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে পড়েছেন ১১ জন ভারতীয়। যার মধ্যে একজন নিখোঁজ। বাকি ১০ জন আটকে পড়লেও নিরাপদে রয়েছেন। বুধবার বিকেলে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থার এক আধিকারিক তুরস্কে গিয়েছিলেন। কম্পনের পর তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না।

সরানো হচ্ছে। বহু এলাকায় রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকারীরা পৌঁছতে পারছেন না। ফলে সেখানে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না। ত্রাণসামগ্রী না পেয়ে বেঁচে থাকা মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। যাঁরা কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তাঁরা প্রবল ঠান্ডা ও খিদের জ্বালায় প্রায় মৃত্যুর মুখে পৌঁছেছেন।

বুধবার দক্ষিণ তুরস্কের ভূকম্প-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট তাইপে এরদোগান। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যত শীঘ্র সম্ভব গৃহহীন মানুষকে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে। রহমত সিদ্দিকি নামে কারামানমারাস প্রদেশের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন, তিনি কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের তলায় তাঁর পরিবার চাপা পড়ে রয়েছে। তিনি কোনও উদ্ধারকারীর দেখা পাচ্ছেন না। বছর ৭০-এর এক বৃদ্ধা জানালেন, গত দু'দিন ধরে তাঁর কোনও খাওয়া জোটেনি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের তরফে তুরস্ককে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারকারী দল ও মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে। কিন্তু রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাঁরা পৌঁছতে পারছেন না।

২ বছর ধরে শূন্য থাকা সব পদ বাতিল হরিয়ানায়

প্রতিবেদন : নির্বাচন এলেই রাজ্যে রাজ্যে বিপুল চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় বিজেপি। নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর যথারীতি মোদির দল ভুলে যায় তাদের প্রতিশ্রুতির কথা। হরিয়ানাতেও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি। কিন্তু হরিয়ানার বিজেপি সরকার এক তুঘলকি নির্দেশে সমস্ত দফতর, বোর্ড এবং কর্পোরেশনকে জানিয়েছে, গত দুই বছরে যে সব পদ শূন্য রয়েছে সেগুলি বাতিল করা হচ্ছে।

বেহাল অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে রাজ্যের অর্থ বিভাগ সোমবার সমস্ত প্রশাসনিক সচিব, বিভাগীয় প্রধান, বোর্ড এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, সমস্ত বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সব শূন্য পদ বাতিলের কথা জানিয়েছে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (অর্থ) টিভিএসএন প্রসাদের জারি করা আদেশে বলা হয়েছে, নতুন সৃষ্ট বা পুরাতন, স্থগিত রাখা বা গত দুই বছর ধরে শূন্য পড়ে থাকা সমস্ত পদ বিলুপ্ত বলে গণ্য করা হবে। অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রক শাখার অধীনে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এক মাসের মধ্যে

বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তির আদেশ জারি করতে হবে। অর্থ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে ই-পোস্টে এটি আপডেট করতে হবে। দুই বছর পরে কোনও পদের পুনরুজ্জীবন কোনও অবস্থাতেই বিবেচনা করা হবে না। ওই আদেশে আরও বলা হয়েছে, যদি কোনও পদের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি নতুন পদ তৈরির জন্য অর্থ বিভাগের কাছে প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে। তবে যেসব পদের জন্য ইতিমধ্যেই হরিয়ানা পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা হরিয়ানা স্টাফ সিলেকশন কমিশনে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

উল্লেখ্য, সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সিএমআইই) তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, দেশের মধ্যে হরিয়ানাতেই বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। এই রাজ্যে বেকারত্বের হার ৩৭ শতাংশেরও বেশি। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে অভিযুক্ত করছে বিরোধীরা। হরিয়ানা আসন্ন বাজেট অধিবেশন বিরোধীরা বেকারত্বের ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। বিরোধীদের দাবি, এই মুহূর্তে রাজ্যে ১ লক্ষ ৮২ হাজার সরকারি পদ খালি রয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩০

■ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা পাকিস্তানে। যাত্রীবাহী বাস ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩০ জন যাত্রী। গুরুতর জখম হয়েছেন ১৫ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সংঘর্ষের পর যাত্রীবাহী বাস ও গাড়ি দুই-ই খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গিলগিট থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার রাস্তায়। বাসটি গিলগিট থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসছিল গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রবল সংঘর্ষের কারণে দুটি গাড়িই গড়িয়ে পড়ে পাশের খাদে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে উদ্ধারকারী দল। তারাই আহতদের উদ্ধার করে আরএইচসি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

■ ত্রিপুরায় তৃণমূলে যোগদান ও দলীয় প্রার্থীর প্রচারসভা।

মুখ পুড়ল দিলীপের

■ পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করে মুখ পোড়ালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ জানতে চান, গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় যা চাহিদা ছিল সেই পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী বন্টন করা হয়েছে কি না। ওই প্রশ্নের জবাবে গ্রামোন্নয়ন ও খাদ্য সুরক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি বলেন, বাংলায় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতাভুক্ত সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে ৯৮ শতাংশেরই আধার কার্ডের সঙ্গে রেশন কার্ডের সংযোগ করা হয়ে গিয়েছে। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার অন্তর্ভুক্ত খাদ্যসামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯৮ শতাংশ খাদ্যসামগ্রী বিতরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ কেন্দ্রের কথাতেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, গণবন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

রাজ্যের ঘাড়েই দায় চাপালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

প্রতিবেদন : ২০১৮ থেকে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ প্রকল্প। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানে রাজ্যের একটি পঞ্চায়েতও পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেনের লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কপিল মোড়েশ্বর প্যাটেল। তবে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতেই কম্পিউটারের ব্যবস্থা ছিল। তবে কেন্দ্র তার ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দায় চাপাল রাজ্যগুলির ঘাড়ে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শান্তনু প্রশ্নের করেন, বাংলাতে এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছে? তবে শান্তনুর ওই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারলেন না কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। শান্তনু আরও জানতে চান, কবে নাগাদ দেশের সমস্ত পঞ্চায়েতে কম্পিউটার পরিচালিত হয়ে উঠবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কপিল কেন্দ্রের দায় রাজ্যের ঘাড়ে দায় ঠেলে দেন। তিনি বলেন, বিষয়টি প্রাথমিকভাবে রাজ্যের আওতায় পড়ে।

কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি মোদি সরকার, তোপ জহরের

প্রতিবেদন : বুধবার রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রস্তাবে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার বলেন, রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ শুধুমাত্র অমৃতকাল নির্ভর। দেশের হাজারো সমস্যার দিক থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্যই এই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি তাঁর ভাষণে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, যে রাজনৈতিক দলের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি, তাঁরাই আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে এই প্রাক্তন আমলা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ২০২২ সালের ১৫ অগাস্টের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে। সেটা হয়েছে কি না সেটা আজ সভার সকলেই দেখছেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ৫ ট্রিলিয়ান ডলার অর্থনীতি হয়ে উঠবে ভারত। সেই লক্ষ্যমাত্রা থেকে আমরা আজও বহু দূরে। বুলেট ট্রেন, মহাকাশ অভিযান-সহ যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, একশো দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নতুন সংসদ ভবন তৈরি হলেও, তা নিয়ে একবারও সভায় আলোচনা করার দরকার বলে মনে করেনি কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। একই সঙ্গে জহর বলেন, পাঠান সিনেমাটি দেশের বহুত্ববাদকে তুলে ধরেছে।

চলতি আর্থিক দুর্নীতিতে নিয়ন্ত্রক এবং নজরদারি সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এই তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ। জহর বলেন, বিরোধী নেতাদের ফাইল খুঁজে বের করতে ইডি এতটাই ব্যস্ত যে, বড় বড় দুর্নীতিতে তাদের ফিরে তাকানোর সময় নেই। এই সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে করার দাবি জানান তিনি। জহর আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ৮১ কোটি দেশবাসীকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। এর অর্থ কি সরকার মেনে নিচ্ছে যে, ৮১ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে রয়েছেন?